## রঘুবংশ মহাকাব্যের নামকরণ ও মহাকাব্যত্ববিচার

সাহিত্যে নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই নামকরণের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে কবির চিন্তনশক্তি, লেখনশৈলী, কাব্যের বিষয়বস্তু, নায়ক-নায়িকার চরিত্র ইত্যাদি। কোন অন্ধ ছেলের নাম যদি পদ্মলোচন রাখা হয় তা যেমন শোভাবর্ধক হয় না তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নামকরণ যদি বিষয়বস্তু, বা নায়কনায়িকার নাম বা চরিত্র ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে তাও অন্ধছেলের মতই সাহিত্যমহলে সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। তাই সাহিত্যসৃষ্টিতে নামকরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এখন বিচারের বিষয় হল কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্যের নাম করণ করা উচিৎ বা নামকরণ বিষয়ে আচার্যদের অভিমত কি?

"নামকার্যং নাট্যাদেঃ গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্" অর্থাৎ নাট্যাদিসাহিত্যের নামকরণ এমন হওয়া উচিৎ যেন বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ পায়, তা যেন কখনই বিষয় বহির্ভূত না হয়। এখানে "আদি" পদের দ্বারা নাট্যসাহিত্যের সাথে সাথে অতিরিক্ত মহাকাব্যাদিরও গ্রহণ বুঝে নিতে হবে।

রঘুবংশ মহাকাব্যের মুখ্য বিষয় হল ঈক্ষ্বাকুবংশীয় রাজন্যবর্গের অমিয় চরিত কথার বর্ণনা। মহাকবি সুললিত ভাষায় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের চরিত কথা উপস্থাপন করেছেন।

সুতরাং এই লক্ষণানুসারে নামকরণ সামঞ্জস্য পূর্ণ।

তাছাড়াও মহাকাব্যের নামকরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে-"কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা" অর্থাৎ কবি, মুখ্যবিষয়, নায়ক ইত্যাদির অনুসরণে মহাকাব্যের নামকরণ হতে পারে। রঘুবংশ মহাকাব্যের নায়ক রঘু। তাই নায়কের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে সুতরাং এই দৃষ্টিতেও নামকরণ যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুপ্রযুক্ত।
নামকরণের ব্যাকরণগত আলোচনা-

রঘূনাং বংশঃ= রঘুবংশঃ(ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)

রঘুবংশঃ বর্ণিতঃ যস্মিন্ কাব্যে তৎ রঘুবংশম্ (বহুব্রীহি সমাস)।

অধুনা বিচার্য বিষয় হল রঘুবংশ মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব বিচার-

রঘুবংশ মহাকাব্যটি মহাকবি কালিদাসের অমর সৃষ্টি। এই মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব বিচারের পূর্বে আমাদের জানা উচিৎ মহাকাব্য কি বা মহাকাব্যের লক্ষ্মণ প্রসঙ্গে বিবিধশাস্ত্রে কি উক্ত হয়েছে-

সংস্কৃত অলংকারিকগণ কাব্যকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন-দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্যকাব্য ভেদে। সাহিত্যদর্পনকার বিশ্বনাথ মহোদয় বলেছেন- "দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্"। দৃশ্যকাব্য অভিনেয় বলে দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং শ্রব্যকাব্য শ্রুতিগ্রাহ্য। শ্রুতিগ্রাহ্য এই শ্রব্যকাব্যের নানা বিভাগের মধ্যে একটি হল মহাকাব্য। সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছদে মহাকাব্যের লক্ষ্মণ প্রসঙ্গে বলা হযেছে-

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈক নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীরশান্তনামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে।
অঙ্গানি সর্বেঽপি রসাঃ সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্যমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম॥
চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং ভবেত্।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশ্রীর্বা বস্তুনির্দেশ এব বা॥
ক্বচিন্নিন্দা খলদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্ত্তনম।
একবৃত্তময়ৈঃ পদৈরববসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ॥
নাতিসল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে॥
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেত্।
সন্ধ্যাসূর্যেন্দুরজনী প্রদোষধ্বান্তবাস এব॥
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয়কথা সর্গানাং তু॥

অর্থাৎ মহাকাব্যের আখ্যান ভাগ সর্গনামক কতগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত থাকবে এবং সর্গ সংখ্যা আট এর বেশি হবে।

দ্বিতীয়তঃ, আয়তনে সর্গ গুলি খুব বড় হবে না এবং খুব ছোটও হবে না। এক একটি সর্গ এক একটি ছন্দে রচিত হবে। তবে কোন সর্গের বৈচিত্র সম্পাদনের জন্য ভিন্ন সর্গের প্রয়োগ দোষের নয়। প্রতিটি সর্গের শেষে থাকবে ভাবি বৃত্তান্তের সূচনা। সর্গের আলাদা

নাম করণ থাকবে।

তৃতীয়তঃ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরানাদিতে বর্ণিত কোন কাহিনীকে অবলম্বন করে অথবা লোক প্রসিদ্ধ কোন সজ্জন ব্যক্তির চরিত্রকে অবলম্বন কাহিনী রচিত হবে।

চতুর্থতঃ, সদবংশজাত কোন ক্ষত্রিয়, দেবতুল্য ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন কোন একজন ব্যক্তি নায়ক হবেন তবে একই বংশজাত একাধিক রাজা মহাকাব্যের নায়ক হতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, শৃঙ্গার, ধীর, এবং শান্তরসের মধ্যে যে কোন একটি রস মহাকাব্যে প্রধানরূপে গণ্য হবে। তবে অন্য রসও পরিবেশিত হতে পারে কাব্য সৌন্দর্যের প্রয়োজনানুসারে বা আনুষঙ্গিক রূপে।

ষষ্ঠতঃ, মহাকাব্য শুরু হবে আশীর্বাদ, প্রার্থনা বা ইষ্টদেবতার প্রতি নমস্কার জ্ঞাপনের দ্বারা বা সরাসরি বস্তুনির্দেশের দ্বারা।

সপ্তমতঃ, নায়ক-নায়িকা সম্পর্কিত কাহিনী ছাড়াও মহাকাব্যে কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় বর্ণিত হবে। এছাড়াও চতুর্বর্গ মহাকাব্যে বর্ণিত থাকবে এবং চতুর্বর্গের মধ্যে যে কোন একটি ফলরূপে পরিগণিত হবে।

অষ্টমতঃ, মহাকাব্যের নামকরণ হবে কবির নামানুসারে অথবা নায়ক-নায়িকার নামনুসারে অথবা বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

সবশেষে বলা যেতে পারে যে, কাব্যাত্মাভূত রস, ভাব, প্রভৃতি যদি মহাকাব্যে যথোচিত ভাবে উপস্থাপিত হয়, তাহলে উপরি উক্ত বৈশিষ্টের কোন একটির অভাব থাকিলেও মহাকাব্যের কোন হানি হবে না। কাব্যাদর্শাচার্য দণ্ডী বলেছেন-

"ন্যূনমপ্যত্র যৈঃ কৈশ্চিদঙ্গৈঃ কাব্যং ন দূষ্যতি"।

অধুনা সাহিত্যদর্পণকার মহাকাব্যের যে লক্ষ্মণ দিয়েছেন তা কালিদাসের রঘুবংশে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তাই এখন বিবেচ্য-

⇛ প্রথমতঃ, রঘুবংশ মহাকাব্যটি ঊনিশটি সর্গে রচিত। কাজেই সর্গসংখ্যা আটের বশি। সর্গগুলি আয়তনে নাতিদীর্ঘ নাতিসল্প। প্রথম সর্গের বেশির ভাগ শ্লোক আর্যাছন্দে রচিত।

⇛ দ্বিতীয়তঃ, কাহিনী আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ থেকে গৃহীত। কাজেই বিষয় বস্তু ইতিহাস প্রণিত।

⇛ তৃতীয়তঃ, একই বংশজাত দিলীপ, রঘু, অজ, প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজা এই মহাকাব্যের নায়ক এবং সকলেই ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন।

⇛ চতুর্থতঃ, মূলরস শৃঙ্গার হলেও মহাকাব্যের প্রয়োজনে এখানে মাঝে মাঝে বীর রস, করুণ রসেরও সংযোজন ঘটেছে।

⇛ পঞ্চমতঃ, গ্রন্থারম্ভে জগতের মাতা ও পিতা রূপে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের বন্দনা করা হয়েছে।

⇛ ষষ্ঠতঃ, চতুর্বর্গের বর্ণনা এখানে অনায়াসলভ্য এবং চতুর্বর্গের মধ্যে ফলস্বরূপ ধর্ম উপস্থাপিত হয়েছে।

⇛ সপ্তমতঃ, রাজন্যবর্গের অমিয় চরিতকথার বর্ণনা থাকায় নামকরণটি সংগতপূর্ণ। এবং প্রতিটি সর্গের আলাদা আলাদা নামকরণ ও আছে যেমন প্রথম সর্গের নাম "বশিষ্ঠাশ্রমাভিগমনম্"।